বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ১১৪০/২০১৪

মোঃ ইসমাইল

-----অভিযোগকারী-দরখাস্তকারী ।

-বনাম-

মোসাঃ মমতারা ও অন্য

------প্রতিবাদীদ্বয়।

এ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ সংগে

এ্যাডভোকেট মোঃ হাবিবুর রহমান

---অভিযোগকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

-----প্রতিবাদীদ্বয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১২.১০.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৮.১০.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৩৮/২০১২-এ বিগত ইংরেজী ২৫.০৫.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা।

অত্র রুলটি নিষ্পত্তিতে, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে,

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা কর্তৃক সি, আর, মোকদ্দমা নং ৩৪৯/২০০৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৯.০৮.২০১২ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশে আসামীদ্বয় এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে দোষী সাব্যস্থ করতঃ উক্ত ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ

হয়ে মোসাঃ মমতারা এবং মোসাঃ হামিদা ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-২৩৮/২০১২ দাখিল করলে বিজ্ঞ আপীল আদালত আপীলটি মঞ্জুর করে আসামীদ্বয়কে খালাস প্রদান করেন। আপীল আদালত কর্তৃক উপরিল্লিখিত খালাস আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী কর্তৃক অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

অভিযোগকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, অভিযুক্ত-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। অভিযোগকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সি. আর. ৩৪৯/২০০৯ মামলার অভিযোগটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

<u>অভিযোগ</u>

বিবাদীগণ অত্যন্ত দুষ্ট, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এবং আইন অমান্যকারী লোক বটে। পক্ষান্তরে বাদী একজন জনবলহীন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক হয়। নিম্ন তপছিলোক্ত সম্পত্তিসহ ১৫ শতক সম্পত্তি বিবাদীগনের পিতা বিগত ২৮.০৮.৮৬ ইং তারিখে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত ছাপ কবলা দলিল মূলে মালিক হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে বিবাদীগনের পিতা এক পুত্র এবং বিবাদীগণকে দুই কন্যা রাখিয়া মারা যায়। সেই মতে বিবাদীগণ ও তার ভাই উক্ত ১৫ শতক সম্পত্তির মালিক হইয়া বিগত ০৮.০২.২০০৭ ইং তারিখে সম্পত্তি ও রেজিষ্ট্রিকত ৮১৬/২০০৭ নং ছাপ কবলা দলিল মূলে জনৈক আক্কাছ আলীর নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হয় ও থাকে। পরবর্তীতে বিবাদীগণ দুর্লোভের বশবর্তী হইয়া প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া প্রতারনা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক না থাকিয়াও নিজেদেরকে সম্পত্তির মালিক বলিয়া মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া নিম্ন তপছিলোক্ত সম্পত্তি ১৭.০৯.২০০৮ ইং তারিখে সম্পত্তি ও রেজিষ্ট্রিকৃত ৫৬৭৭/০৮নং ছাপ কবলা দলিল মূলে বাদীর কাছে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অবৈধ লাভবান হওয়ার জন্য মূল্য গ্রহন করে। বাদী বিবাদীগণ হইতে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া দখল করিতে গেলে পূর্বের খরিদ্দার আক্কাছ আলী বাধা প্রদান করে এবং সে পুরা ১৫ শতক সম্পত্তি বিবাদীগন ও তার ভাইয়ের নিকট ইতে খরিদ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। বাদী উক্ত ব্যাপারে সঠিক অবগত হওয়ার জন্য বিগত ০৪.০৮.০৯ ইং তারিখে আক্কাছ আলীর নামীয় দলিলের জাবেদা নকল গ্রহণ করিয়া অত্র বিষয়ে সঠিক অবগত হয়। বাদী বিবাদীগনের অত্র বিষযে জিজ্ঞাসা করিলে বিবাদীগণ কোন সন্তোষজনক উত্তর দেয় নাই। বিবাদীগণ অবৈধ লাভবান হওয়ার জন্য সম্পত্তির মালিক না থাকিয়া ও প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া প্রতারনা ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া বাদীর নিকট

উক্ত সম্পত্তির দলিল করিয়া দিয়া বাদীর অপূরনীয় ক্ষতিসাধন করিয়াছে। সাক্ষীগণ ঘটনা প্রমাণ করিবে। বাদী অসুস্থ থাকাতে মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব হয়। বাদী বিচার প্রার্থী। দঃ বিঃ ৪২০/৪০৬/৪৬৮ ধারা।

তপছিল

ছাপকবলা দলিল নং= ৫৬৭৭/০৮, দাতা বিবাদীগণ গ্রহিতা বাদী। জিলা কুমিল্লা থানা হোমনা মৌজা দড়িচর খতিয়ান নং সি. এস আর. এস ৬৪ বি, এস ৪৩ ডিপি খতিয়া নং- ৫২০ দাগ নং- ৭৫১, বি, এস, দাগ নং- ১৬২৩ মং ০২ শতক জমি মাত্র। উত্তরে/পূর্বে দলির দাতাগণ, দক্ষিণে ছাফত আলী, পশ্চিমে সরকারী রাস্তা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ ইসমাইল এর সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পি ডব্লিউ ১ঃ

মোঃ ইছমাইল

১৭/৯/০৮ ইং সনে হোমনা সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে ঘটনা। মমতারা ও হামিদা বেগম বিবাদী তারা আমার ২ শতক সম্পত্তি বিক্রি করে ১,২০,০০০/- টাকায়। আমার নিকট বিক্রিত ভূমি ঘটনার পূর্বেই তার স্বামী আক্কাছ আলীর নিকট ৮/২/০৭ তারিখে বিক্রি করে দেয়। বিক্রির বিষয়টি আমার নিকট গোপন রাখে। বিবাদীরা এবং আক্কাছ আলী আমার নিকট হতে টাকা নেয়। আক্কাস আলী আমাকে আমার খরিদা সম্পত্তি হতে বেদখল করে দেয় পরে আমি মামলা করি। (অসমাপ্ত)।

স্বাঃ অপাঠ্য
২২/৬/২১

জবানবন্দি- ২৯/৩/১২

দলিল নং ৮১৬ তাং ৮/২/০৭ দাতা মমতারা বেগম গ্রহীতা আককাছ দাখিল করলাম। (প্রদঃ-২)। দলিল নং ৫৬৭৭ তাং ১৭/৯/২০০৮ দাতা মমতারা বেগম গ্রহিতা ইসমাইল দাখিল করলাম (প্রদঃ ৩) জমির দাগ নং ৭৭১ পরিমান ২ শতক। সাক্ষী আছে বজলু মিয়া জীবন মিয়া। ২ শতক ১২০০০০/- টাকায় খরিদ করি। আমার কাছে বিক্রয় করার আগে নালিশা জমি মমতারা তার স্বামীর কাছে বিক্রয় করে। আমার সাথে প্রতারনা করে ১,২০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করে। জমি গর্ত ছিল। আমি টাকা খরচ করে মাটি ভরাট করি। ভরাট করার পর আক্কাছ আলী নালিশা জমি তার বলে দাবী করে। কাজে বাধা দেয়।

স্বাঃ অপাঠ্য
২৯/৩/১২

XXX জেরাঃ

৭১১ দাগে ২ শতক জমি ক্রয় করি। ঐ দাগে সম্পত্তির পরিমান ১৫ শতক। ১৫ শতক সম্পত্তির মালিক আসামী ও তার ভাইয়েরা। দলিল আমি লেখাই। দলিল লেখক আমার পরিচিত। মমতারা হামিদা দলিল দাতা। ১জন টিপ দেয়। মমতারা স্বাঃ দেয় হামিদা টিপ দেয় দলিলে। জমি খরিদ করার আগে খোঁজ খবর নিয়েছি। দলিল রেজিঃ করার পরে দখলে গিয়েছিলাম। সত্য নহে আসামীরা দলিল সম্পাদন করে নাই বা নালিশা জমি বিক্রয় করার কথা ছিল না কি মিথ্যা তথ্য দিয়ে দলিল হাসিল করেছি কি প্রতারনা করে দলিল হাসিল করেছি।

স্বা/- অপাঠ্য
২৯.০৩.২০১২

আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০০৭ তারিখের ৮১৬ নং দলিলটি (প্রদঃ- ২) এবং বিগত ইংরেজী ১৭.০৯.২০০৮ তারিখের ৫৬৭৭ নং দলিলটি (প্রদঃ-৩) পর্যালোচনা করলাম। প্রদঃ- ২ এবং প্রদঃ-৩ তুলনামূলক বিশ্লেষন প্রতীয়মান যে, বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০০৭ তারিখের রেজিঃকৃত ৮১৬ নং দলিল মূলে দলির দাতা ১। মোঃ শাহআলক, ২। মমতারা বেগম এবং ৩। হামিদা বেগম নালিশী সি. এস ৭৫১ দাগ হাল বি. এস ১৬২৩ দাগের সম্যক ১৫ শতক ভূমি ২৫,০০০/- টাকা মূল্য গ্রহণে দলিল গ্রহিতা মোঃ আক্কাছ আলী, পিতা- মৃত সাদাত আলী এর নিকট বিক্রয় করে দখল অর্পণ করেন। তর্কিত দলিলের দাতা মোসাঃ মমতারা এবং মোসাঃ হামিদা পূনরায় দাতা সেজে তর্কিত সি. এস ৭৫১ দাগ হাল বি. এস ১৬২৩ দাগের ১৫ শতক আন্দরে ০২ শতক ভূমি ১,২০,০০০/- টাকা মূল্য গ্রহনে অত্র মামলার অভিযোগকারী মোঃ ইসমাইল এর নিকট (প্রদঃ-৩) বিগত ইংরেজী ১৭.০৯.০৮ তারিখের ৫৬৭৭ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন। পূর্ববর্তী দলিল মূলে নালিশী দাগের সম্পত্তি ০১নং আসামীর স্বামী আক্কাছ আলীর নিকট হস্তান্তরীত হওয়ায় এবং উক্ত আক্কাছ আলী উক্ত সম্পত্তির ভোগ দখলে থাকায় উক্ত বিষয়টি জেনে শুনে ০১ ও ০২নং আসামী একই সম্পত্তি মামলার অভিযোগকারীর নিকট বিক্রয় এর ঘটনা সাজিয়ে অভিযোগকারীর ১,২০,০০০/- টাকা প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাৎ করেছেন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি চূড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৩৮/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.০৫.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল ঘোষনা করা হল।

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা কর্তৃক সি, আর, মোকদ্দমা নং- ৩৪৯/২০০৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৯.০৮.২০১২ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামীদ্বয়কে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীদ্বয়কে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)